দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরগুনা ঃ টিএলএম কর্মসূচীর (জাগ্রত বরগুনা) উদ্বোধনী উপলক্ষে শহরে একটি গ্রান্ড র‍্যালি বের করা হয় —ইনকিলাব

# বরগুনায় ঝিমিয়ে পড়া সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে

মোঃ মোশাররফ হোসেন ॥

বরগুনার ঝিমিয়ে পড়া গণশিক্ষা কার্যক্রম 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন' (টিএলএম) কর্মসূচী আবার চাঙ্গা করে তুলতে প্রশাসন নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন জেলা প্রশাসক মুহম্মদ আবুল কাসেম যোগদান করার পর এ তৎপরতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় কর্মসূচী হঠাৎ করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। গণশিক্ষা কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনসহ পরিদর্শন টীমের প্রতিদিনের পরিদর্শন, ধড়পাকড় ও পুলিশী হয়রানির ভয়ে শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

গত বছর বরগুনায় গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯৮ সালের সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী বরগুনার জনসংখ্যা হচ্ছে ৯ লাখ ৩ হাজার ৭শ' ৫৪ জন। এদের মধ্যে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজার ৯৭ জন, যাদের মধ্যে ৬১ হাজার ৭শ' ৭২ জন পুরুষ ও ৬০ হাজার ৪শ' ২৫ জন মহিলা। বরগুনা জেলার ৩ হাজার ৯শ' ৪৯টি কেন্দ্রে তাদের পাঠদান করা হচ্ছে। বরগুনা সদর উপজেলায় ৪২ হাজার ৭শ' ৫০ জন, আমতলী উপজেলায় ৩২ হাজার ৫শ' ৫০ জন, পাথরঘাটা উপজেলায় ১৯ হাজার ৬শ' ৪০ জন, বেতাগী উপজেলায় ১৮ হাজার ৬শ' ৫৯ জন ও বামনা উপজেলায় ৮ হাজার ৪শ' ৯৮ জন নিরক্ষর রয়েছে।

প্রায় ৩ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দে ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বরগুনার টিএলএম কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে খাদ্য উপমন্ত্রী এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর উপস্থিতিতে বরগুনাতে স্মরণকালের আকর্ষণীয় ও বৃহত্তম গ্রান্ড র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে ব্যাপক সাড়া জাগলেও ২/৩ মাস পরে ধীরে ধীরে কর্মসূচীতে ভাটা পড়ে। কোন কোন কেন্দ্রে উপস্থিতি শূন্যের কোটায় এসে দাঁড়ায়। বর্তমান জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ আবুল কাসেম বরগুনায় যোগদান করার পর গণশিক্ষা কার্যক্রমে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

এ প্রতিনিধি জেলা প্রশাসকের কাছে টিএলএম কর্মসূচী ঝিমিয়ে পড়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "টিএলএম কর্মসূচী শুরু হতেই রমজান মাস এসে যায়। এরপর ঈদ ও কোরবানী [illegible] ধারায় পূর্বের জেলা প্রশাসক বদলী এবং আমার যোগদান। এছাড়া নিরক্ষর শিক্ষার্থীরা গরীব এবং শ্রমজীবী। তারা প্রতিদিন শ্রম বিক্রি করে সংসার চালায়। এসব মিলিয়ে কার্যক্রম একটু স্থবির হলেও আমরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আবার সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত, বরগুনাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় সফলকাম হবই।

ইতোমধ্যেই জেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য কর্মকর্তার তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুপারভাইজার কেন্দ্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ভীত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন নিরক্ষরদের ধরে কাউকে গ্রেফতারের ভয়, আবার কাউকে লাঠিপেটা করা হচ্ছে। স্থানীয় সাংবাদিকদের সমন্বয়ে প্রচার উপ-কমিটি গঠন করে পাড়ায় পাড়ায়, হাটে-বাজারে প্রচার চালানো হচ্ছে। নিরক্ষররা যে সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

আগামী ৮ জুন নিরক্ষর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আনুষ্ঠানিকভাবে বরগুনাকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা ঘোষণা করা হবে।